যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রসমূহে

প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি: একটি সমীক্ষা

পিএইচ.ডি (কলা) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক: পিংকি খাতুন

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধনক্রম: A00SA0400419

বর্ষ: ২০১৯ - ২০২০

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক: ড. অশোককুমার মাহাত

অধ্যাপক

সংস্কৃত বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

প্রস্তাবনা

বৈদিক সাহিত্যের পরিসর বিপুল এবং এ সম্পর্কে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও বিবিধ বিচার পদ্ধতি নিয়ে প্রাচীন (Traditional) এবং আধুনিক (Modern) গবেষকদের গবেষণা-কর্মের পরিমাণ কম নয়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্, নানাবিধ শাখা- ইত্যাকার পৃথুলতায় বৈদিক সাহিত্যের সীমা নির্ধারণ, কাল নির্ধারণ কোনও কিছুতেই ঐকমত্য দৃষ্ট হয় না। সেই প্রাচীনকালে যে বলা হয়েছিল 'বেদা বৈ অনন্তাঃ' এবং একসময় কালগর্ভে তার বিপুল অংশ লেখার অভাবে লুপ্ত হয়ে গেলেও, যা পড়ে আছে তার মধ্যেও অনন্ত জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিচার অদ্যাবধি বিদ্যমান। শুধু সংহিতা থেকে উপনিষদ্ পর্যন্ত যে এর ব্যাপ্তি তাও নয়, 'ব্রাহ্মণেন নিষ্কারণো ধর্মঃ ষড়ঙ্গবেদোঽধ্যেয়ো জ্ঞেয়শ্চ' বলে পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যের শুরুতেই জানালেন যে, শুধু বেদ নয়, বেদাঙ্গও অধ্যয়নের, চর্চার বিষয়। আসলে সকলেই জানেন যে বেদের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণকে অভ্রান্তভাবে উচ্চারণগত ও অর্থগতভাবে রক্ষা করা ও বেদবিষয়ক কর্মসমূহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেদাঙ্গের উৎপত্তি। শ্রৌতকর্মসমূহ, গৃহস্থের কর্ম, সামাজিকের কর্ম ইত্যাকার বিবিধ তত্ত্বকে মেনে চলার তাগিদ থেকেই বহু ধরনের ষড়্‌বেদাঙ্গের উদ্ভব। আমরা এই বিপুলতার মধ্যে 'ধর্মসূত্র'-সমূহ - যা মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে একত্রে সহবাসের শিক্ষা ও বিধান দেয় - সেই বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি গবেষণা সন্দর্ভ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে থেকে পরবর্তী শাস্ত্রে এমনকি বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিক দিকগুলিও আমাদের বিচার্যের মধ্যে এসেছে। ফলতঃ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে ও তার পরবর্তী কালে এর অনুবর্তন- সবই আধারীকৃত করার প্রয়াস এখানে গৃহীত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রদত্ত গবেষণাপত্রটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে--

১. গবেষণাকর্মটিতে মূলত বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) ও তুলনামূলক (Comparative) - উভয় পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আকরগ্রন্থ এবং সহায়ক গ্রন্থগুলিকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

২. বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকা এবং অন্তর্জাল থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে আধুনিক পদ্ধতি এবং বিদ্যায়তনিক চর্চার মান্য রীতি অনুসারেই ব্যবহার করা হয়েছে। ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি- এই হল পাঁচটি পর্বে প্রদত্ত গবেষণাপত্রটির বিন্যাস।

৩. মূল আলোচনাকে আমরা মূলত চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি। সেই অধ্যায়গুলির বিষয়বস্তু হল - বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব, রাষ্ট্র ও সমাজ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং ধর্ম ও সংস্কৃতি।

৪. সম্পূর্ণ গবেষণা কার্যটির জন্য বাংলা ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণাপত্রটির মূল ভাগ ইউনিকোড কালপুরুষ ফন্টে ১৪.৫ পয়েন্টে মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া উদ্ধৃতিগুলি ১২ পয়েন্ট, শিরোনাম অংশ ১৫ পয়েন্ট স্থূলাক্ষরে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. সমগ্র গবেষণাপত্রে পাঠসৌকর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পাদটীকা ব্যবহার করা হয়েছে এবং উদ্ধৃতিগুলিতে প্রয়োজন অনুসারে উদ্ধৃতিচিহ্ন বর্জন করা হয়েছে।

৬. বানানের ক্ষেত্রে গবেষণাপত্রটিতে আকাদেমি বানান অভিধান বিধি অনুসৃত হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণের ক্ষেত্রে MLA হ্যাণ্ডবুক-এর মান্য পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

৭. মূল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র থাকলেও প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য ধর্মসূত্রের মতকেও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত তথ্যের সাপেক্ষে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিভিন্ন প্রসঙ্গকে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। অন্যদিকে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির রীতি মেনে যুক্তি ও আদর্শের সংমিশ্রণে একটি সমন্বিত রূপ দানের চেষ্টা করা হয়েছে।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় – ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায় - বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব

তৃতীয় অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার চিত্র

চতুর্থ অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ

পঞ্চম অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি

ষষ্ঠ অধ্যায়- উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জি

প্রথম অধ্যায় – ভূমিকা

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র সমূহে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক অবস্থানকে বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোন থেকে উপস্থাপন করাই এ আলোচনার মূল লক্ষ্য। প্রাথমিক পর্বে এ বিষয়ক আলোচনায় সামগ্রিক নীরবতার প্রসঙ্গকে স্বীকার করে নিতে হয়। গবেষণা নিবন্ধে সেই অনালোচিত দিক গুলিকেই স্পষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যায়তনিক চিন্তাচর্চার আদি থেকেও বিষয়টি হয়ে উঠেছে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়াও সময় এবং পরিসরের নির্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করে তা হয়ে উঠেছে অর্বাচীন। বিদ্যায়তনিক চর্চায় বিভিন্ন ধর্মসূত্রের ওপর বেশ কিছু গবেষণামূলক আলোচনা আমরা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছি। গবেষক রাকেশ কুমার শর্মার 'গৌতম-ধর্মসূত্র: একটি অনুশীলন', গবেষক জগদীশের 'বৈশিষ্ট ধর্মসূত্র: একটি অনুশীলন' কিংবা গবেষক রজনী ভরদ্বাজের 'বৌধায়ন ধর্মসূত্র: একটি অনুশীলন'-এর মতো বিদ্যায়তনিক গবেষণাকর্ম আমাদের নজরে এসেছে। যদিও যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্র বিষয়ে সামগ্রিক গবেষণামূলক আলোচনা আমরা খুঁজে পাই নি। এই অভাব বোধ থেকেই এ বিষয়ক গবেষণায় মনোনিবেশ করা গেছে। আমরা মূলত যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিত্রকে তুলে ধরতে চেয়েছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা গবেষণা প্রক্রিয়ার নানাবিধ দিকগুলি তুলে ধরেছি। গবেষণা পত্রের শিরোনাম, অবতরণিকা, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণাবকাশ, পূর্বানুমান, গবেষণা পদ্ধতির উল্লেখ করে প্রকল্পটির গতিপথ এবং উপস্থাপনার দিক নির্দেশ করা হয়েছে প্রথাগত গবেষণার পদ্ধতিকে মান্যতা দিয়ে। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সুবিধে হয়েছে যে আলোচ্য গবেষণা

কর্মটি একটি নতুন অভিমুখ তৈরি করেছে। ধর্মসূত্রের পরম্পরা, ধর্মসূত্রের রচনাকাল, ধর্মসূত্রের পরিচয়, ধর্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষত ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে পূর্বাজিত ধারণাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে তার সাপেক্ষে বিকল্প কোনও দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্মাণ করাও এর উদ্দেশ্য। বৈদিক আচরণের সঙ্গে যজুর্বেদীয় ধর্মসূক্ষের যোগ থাকায় সে বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার অবকাশ পাওয়া গেছে। যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত চতুর্বর্ণের বিভক্ত সমাজের স্বতন্ত্র স্তর, ধর্মাচরণ, যাপন-রীতিনীতি, সমকালে প্রবহমান আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবস্থা কীভাবে রাষ্ট্রনতিক বিবর্তনকে চিহ্নিত করেছে, তাকে অণ্বেষণ করবার প্রাথমিক পরিকল্পনাও আলোচ্য অংশে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় - বেদাঙ্গ সাহিত্যে ধর্মসূত্রের গুরুত্ব

আলোচ্য অধ্যায়ের প্রাথমিক পর্বে আমরা বেদাঙ্গ সাহিত্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা নির্মাণ করবার চেষ্টা করেছি। বেদাঙ্গের প্রত্যেকটি বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানবার প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করেছি। ছয় বেদাঙ্গের মধ্যে প্রথমস্থানে থাকা শিক্ষা সম্পর্কের ধারণা। ধ্বনি-বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভের গুরুত্ব। *সামবেদ, শুক্লযজুর্বেদে, অথর্ববেদে-* সহ বিভিন্ন গ্রন্থসমূহে শিক্ষার অবস্থান কীরূপ ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ জ্ঞান, কল্পসূত্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। অধিকাংশ মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ কাজেই ছন্দের গুরুত্ব অপরিসীম। আবার বেদকে বোঝার জন্য ব্যকরণ জ্ঞানও আবশ্যক। যে কারণে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ব্যকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্যদিকে বৈদিক মন্ত্রের অর্থ জ্ঞানের জন্য

প্রয়োজন বেদাঙ্গ নিরুক্ত। বৈদিক শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ধারণ আবশ্যক। কল্পসূত্রের চারটি বিভাগ সম্পর্কিত ধারণা এবং শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শুল্বসূত্র সম্পর্কিত ধারণাকেও এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আমরা ধর্মসূত্রসমূহের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। ধর্মীয় আচরণ বিধি কীভাবে বৈদিক যুগের শেষ লগ্নে 'ধর্মসূত্র' হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। নির্দিষ্ট বিধিনিষিধগুলিই সংকলিত হয়ে নির্মাণ করেছে গ্রন্থসমূহের। আর এই গ্রন্থসমূহ থেকেই সাহিত্যের পথ চলা শুরু। পরবর্তী কালে যার সুবিস্তৃতি ঘটেছে। আমরা আলোচনা করেছি স্মৃতিসংহিতা আবার শ্লোকে নিবদ্ধ মনুসংহিতা কিংবা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা সম্পর্কে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে আমরা গৌতম ধর্মসূত্র, আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, বিষ্ণু ধর্মসূত্র, শঙ্খলিখিত ধর্মসূত্র, বসিষ্ঠ ধর্মসূত্র, হারীত ধর্মসূত্র, মানব ধর্মসূত্র, বৈখানস ধর্মসূত্র, হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছি। অন্যদিকে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের বিশেষত্বকেও তুলে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে আপস্তম্ব, বৌধায়ন, বিষ্ণু, শঙ্খলিখিত, বৈখানস, হারীত, হিরণ্যকেশী ধর্মসূত্রের গুরুত্বের ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। যজুর্বেদের অর্ন্তগত হিসেবে এই ধর্মসূত্রসমূহের বিন্যাসেই গড়ে উঠেছে নিবন্ধটির মূল ভিত্তি।

তৃতীয় অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার চিত্র

যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থার চিত্রকে আমরা এই অধ্যায়ে তুলে ধরেছি। এ ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশ, গ্রাম ও নগর জনপদসমূহ, রাজতন্ত্র, সামাজিক কাঠামো, বর্ণব্যবস্থা, চতুরাশ্রম, সম্পত্তিবিভাগ, নারীর সামাজিক অবস্থান

সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়কে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেশকালগত পরিসরের অন্তবর্তী বহুবাচনিকতাকে বিকল্প এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ঘটে যাওয়া বিবর্তনকে পুনঃপাঠের নিরিখে অবলোকন করবার প্রয়াসে উঠে এসেছে অতীত যাপনের কোলাজ। একজন গবেষক হিসেবে তাই এ যেন পিছনে ফিরে দেখবার প্রয়াস। একটি দেশের পিছনে সামাজিক পরিবেশ কীভাবে তার ভৌগোলিক প্রতিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রাপ্ত ভৌগোলিক বৃত্তান্ত থেকে তাকে ধরতে চাওয়া হয়েছে। রাজার কর্তব্য ও দায়িত্ব, আদর্শের নিরিখে এবং ধর্মভাবনার মিশেলে কীভাবে নিয়মতান্ত্রিক কাঠামোকে গঠন করে ধর্মসূত্রে উল্লিখিত তথ্যসমূহের সাপেক্ষে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কাঠামোটিও বর্ণভিত্তিক এই কাঠামোর সঙ্গে ওতোপ্রতো ভাবে যুক্ত, যার অন্যতম দিক কর বা শুল্ক ব্যবস্থা। বর্ণভেদে সামাজিক স্তর বিন্যাসের নিরিখে সেখানেও লক্ষ্য করা গেছে বৈষম্য মূলক রীতি। যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের নিরিখে তা তুলে ধরা হয়েছে। দণ্ড ব্যবস্থার বহুমাত্রিক চিত্র, বর্ণ ও জাতিব্যবস্থার দিকগুলিকেও বিশ্লেষণধর্মী পরিমার্গ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবরণ

বৈদিক যুগের আশ্রমভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত গুরু এবং শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। আমরা লক্ষ্য করব, পরবর্তী সূত্রগ্রন্থে শিক্ষা বিষয়ে আরও বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়। ব্রহ্মাচর্য আশ্রম শিক্ষার জন্য বিহিত ছিল। মনুষ্যজীবন বিশেষ করে সামাজিক জীবনে এই স্তরটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যা তৎকালীন যুগের মুনি--ঋষিরা

বিশেষভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে উল্লিখিত শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক বিবরণকে তুলে ধরেছি। বৈদিক যুগের আশ্রম ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা, নির্বাচিত পাঠ্যসূচি, আচার্য বিষয়ক ধারণা কিংবা সংস্কারসমূহ সম্পর্কেও যেমন আলোকপাত করা হয়েছে তেমনি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা, চিকিৎসা ব্যবস্থার খুঁটিনাঁটি দিকগুলিকে বর্ণনা করা হয়েছে। শরীরকে সুস্থ রাখতে নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে সচেতন মূলক বিধানগুলি প্রাচীনকালেও বিভিন্নভাবে অনুসৃত হত। *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে, মনুসংহিতায়, অথর্ববেদে* উল্লিখিত বিধানগুলির প্রমাণ আমরা পাই। আমরা তুলে ধরেছি ভক্ষ্য ও অভক্ষ্যের নিরিখে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ-বর্জনের বহুবিধ বিধি-নিষেধ। শুদ্ধতা-অশুদ্ধতার দিকটিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আচারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যা কিছু নিয়ম তাৎপর্যপূর্ণ, নিয়মতান্ত্রিকতা এবং যাপন সংস্কৃতির নিরিখে সে বিষয়ক তথ্যগুলিকেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় – যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতি

যর্জুবেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির সাপেক্ষে এখানে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত মূল্যবাণ তথ্যগুলিকে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উঠে এসেছে পৌরহিত্য - দেবতা - একেশ্বরবাদের ধারণা। ধার্মিক জীবনের অন্তর্গত হিসেবেই সমাজিকভাবে প্রচলিত দেবতাদের পরিচয়। তবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যহিক যাপনে মিশে থাকা ধর্মের নানাবিধ রীতিনীতি এবং অনুষ্ঠানাদি। মূলত আধ্যাত্মিকতা এবং ব্যবহারিক লোকাচারকে নিয়েই সমকালীন আচার সর্বস্ব সংস্কৃতির ভিত্তিটি নির্মিত হয়েছে। উঠে এসেছে যাজ্ঞযজ্ঞ, ব্রত কিংবা পঞ্চমহাযজ্ঞ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি। ব্রতের অন্তর্গত কৃচ্ছ্র কিংবা চান্দ্রায়ণের

পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অন্যদিকে পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ বিষয়ক ধারণাকে এখানে স্পষ্ট করা হয়েছে। পাপ ও প্রায়শ্চিত্তের আপাত বিপ্রতীপ অবস্থানকে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রের পরিমার্গ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শরীর তথা মন যদি পাপ কর্মের আকর হয় তবে সেই শরীর ও মনকে শুদ্ধ করবার জন্যেই প্রায়শ্চিত্ত সাধনের উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে উল্লিখিত নানাবিধ বিধানগুলিই কিন্তু সামাজিক স্তর বিন্যাসের স্বতন্ত্র প্রতর্কগুলিকে চিহ্নিত করেছে। আমরা তুলে ধরেছি বিবাহ সম্পর্কিত নানান ধরণগুলিকে। সেই সূত্রে ব্রহ্মা বিবাহ, প্রজাপত্য বিবাহ, আর্ষ বিবাহ, দৈব বিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ, আসুর বিবাহ, রাক্ষস বিবাহ, পৈশাচ বিবাহ সম্পর্কিত ধারণাগুলিকে স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে শ্রাদ্ধ বিষয়ক রীতিনীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রাত্যহিক ধর্মীয় যাপন সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে এক্ষেত্রে অশৌচ বিধি, জন্ম ও মৃত্যুর নিরিখে তার স্বতন্ত্র নিয়মাদিকে তুলে ধরেছে। এই অধ্যায়ে আমরা অবসর যাপনের অংশ হিসেবে ক্রীড়া কিংবা আমোদ-প্রমোদের দিকটিকেও তুলে ধরেছি, সেক্ষেত্রে আকর হিসেবে ব্যবহৃত নানান উপাদানসমূহ সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। উঠে এসেছে লোকায়ত ক্রীড়ার প্রসঙ্গ। এছাড়াও রয়েছে পরিধেয় পরিচ্ছদ অলঙ্করণ প্রসাধনের বিস্তারিত বর্ণনা।

ষষ্ঠ অধ্যায়- উপসংহার

যজুর্বেদের ধর্মসূত্র বিষয়ক নানা গবেষণামূলক গ্রন্থ বিদ্যমান থাকলেও সেগুলি মূলত পৃথক পৃথক। ধর্মসূত্র বিষয়ক প্রচলিত আলোচনাগুলিতে যজুর্বেদের সকল ধর্মসূত্রগুলির তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৎকালীন সমাজ ও সাংস্কৃতিক আলোচনা

উপলব্ধ হয়না বললেই চলে। তাই যজুর্বেদে উপলব্ধ সকল ধর্মসূত্রগুলির বিষয়বস্তুকে মন্থন করে বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতিকে অবলম্বন করে যজুর্বেদীয় ধর্মসূত্রে প্রতিফলিত প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতির যে রূপ ফুটে ওঠে, তাকে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। তৎকালীন সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, দণ্ডব্যবস্থা, ললিতকলা, বিনোদনের মতো বহুমাত্রিক বিষয়গুলি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে একটি সম্যক ধারণা লাভই মূল উদ্দেশ্য হলেও, মনে রাখতে হবে- বেদ হল অখিল ধর্মের মূল। তাই তার অর্থ অনুধাবন করা খুবই কঠিন বিষয়। এবিষয়ে সময়ের সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের স্বল্পতা নানান শারীরিক প্রতিকূলতা ধর্মসূত্রের আরও কিছু বিষয় উপস্থাপন করতে বাধা প্রদান করেছে। যেমন - যজুর্বেদের ধর্মসূত্রের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসূত্রের বিষয় গুলির তুলনামূলক আলোচনা আরও বিশদভাবে তুলে ধরা যেতে পারত। পূর্বে উল্লিখিত বিশ্লেষণাত্মক ও তুলনাত্মক পদ্ধতি সমগ্র গবেষণা সন্দর্ভটির নির্মাণে অনুসরণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে ঠিকই, তবে মনে রাখতে হবে নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই মহৎ কাজের যথার্থ উপস্থাপন অনেক পণ্ডিতগণের কাছেও কষ্টকর। সে ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রয়াস অত্যন্ত নগণ্য। এ কথা মাথায় রেখেও বলা যায়, ভেলায় চড়ে সাগর পাড়ি দেবার বাসনায় অন্ধকার থেকে আলোতে আসার অদম্য ইচ্ছেতেই এই কাজে অবতীর্ণ হওয়া। এখন সবিনয়ে বিদ্বদগণের কাছে গবেষণা সন্দর্ভটির গুনমান বিচারের জন্য উপস্থাপন করছি।

ग्रन्थपञ्जि

संस्कृत ग्रन्थ-

अष्टाध्यायी, सम्पा. गोपालदत्तपाण्डे, चौखाम्वा पावलिसिं हाउस, वाराणसी

आपस्तम्ब-धर्मसूत्रम्, सम्पा. उमेशचन्द्रः पाण्डेय, चौखम्वा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, २०१६ (पुनर्मुद्रित)

गौतमधर्मसूत्राणि(सम्पा.) उमेशचन्द्रः पाण्डेय. चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, १९९६

तैत्तिरीय-ब्राह्मण.(सम्पा.) गणेश उमाकान्त थिटे. न्यू भारतीय वुक कारपोरेशन, दिल्ली, २०१२ (पुनर्मुद्रित)

पाण्डेय, शान्तिः.*धर्मसूत्र-परिशीलन,* प्राच्यभारती संस्थान, गोरखपुर, २००२

बंसल, नयनतारा:.*धर्मसूत्रों का महत्त्व.* भारतीय विद्या प्रकाशन, २००३

मिश्रः, जयकृष्ण.*धर्मशास्त्रस्येतिहासः.*चौखम्वा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी, २०१४ (पुनर्मुद्रित)

याज्ञवल्क्यस्मृतिः. (सम्पा.) केशवकिशोर कश्यप. चौखम्वा कृष्णदास अकादमी,वाराणसी, २०२९ (पुनर्मुद्रित)

वौधायन-धर्मसूत्रम्.(सम्पा.) उमेशचन्द्रः पाण्डेय. चौखम्वा प्रकाशन, २०१७ (पुनर्मुद्रित)

বাংলা গ্রন্থ-

অধিকারী, তারকনাথ। *নিরুক্ত*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১২

অনির্বাণ। *বেদ মীমাংসা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৬

আশ্বালায়ন-শ্রৌতসূত্র, সম্পা. অমরকুমার চট্টোপাধ্যায়। দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

ঋগ্বেদ-সংহিতা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)। সম্পা. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

গোপথ-ব্রাহ্মণ (পঞ্চদশখণ্ড)। সম্পা. তারকনাথ অধিকারী। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৪২৩

পঞ্চবিংশ-ব্রাহ্মণ (একাদশখণ্ড)। সম্পা. প্রদ্যোৎ কুমার দত্ত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ১৪২৩

পাণিনীয়শিক্ষা। সম্পা. অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬

বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি। *বৈদিক সাহিত্যের রূপরেখা*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৬

বসু, যোগীরাজ। *বেদের পরিচয়*। ফর্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৯

বসু, সুমিতা। *ধর্ম-অর্থ-নীতিশাস্ত্রসমীক্ষা*। বলরাম প্রকাশনী, ২০১৮

বিষ্ণুপুরাণম্। সম্পা. পঞ্চানন তর্করত্ন। নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২২

ভট্টাচার্য, অমিত। *প্রাচীন ভারতের সংস্কার চর্চা*। সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০২

ভট্টাচার্য, জনেশ রঞ্জন। *ধর্ম শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*। বি. এন. পাবলিকেশন্, ২০১৬

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারত ইতিহাসে বৈদিক যুগ*। কলকাতা, ১৯৯৮

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ। *ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস*। কলকাতা, ২০১৪ (তৃতীয় মুদ্রণ)

ভট্টাচার্য্য, ভবানীপ্রসাদ এবং অধিকারী, তারকনাথ। *বৈদিক সংকলন* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১৪

ভট্টাচার্য, সুকুমারী। *প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্য*। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮ (প্রথম প্রকাশ)

মুখোপাধ্যায়, গুরুশঙ্কর। *ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমঃ*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০৯ (পুনর্মুদ্রণ)

মনুস্মৃতি। সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪২৭ (পুনর্মুদ্রণ)

যজুর্বেদ-সংহিতা। সম্পা. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮২

সামবেদ-সংহিতা। সম্পা. পরিতোষ ঠাকুর। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫

সেনগুপ্ত, সঙ্ঘমিত্রা। *মহাভাষ্যম্*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১৭ (পুনর্মুদ্রণ)

ইংরেজি গ্রন্থ-

Banerji, Sures Chandra.*Dharma-sūtras.*Punthi Pustak, Calcutta (now Kolkata), 1962

Banerji, Sures Chandra.*Dharmaśāstra.* D.K. Printworld (P) Ltd, New Delhi, 1998

Buhler, Georg.*The Sacred Books Of The East* (Vol.2). Motilal Banarsidass Publishers, Delhi,Reprint: 2007(1879)

Chakrabarti,Samiran Chandra. *Āpastamba-Sāmānya-Sūtra or Yajñaparibhāṣā Sūtra.* The Asiatic Society, kolkata, 2006

Buhler, Georg.*The Sacred Books Of The East*(Vol.25). Motilal Banarsidass Publishers, Delhi, 12th Reprint: 2015 (1879)

Caland.W. *Vaikhānasasmārtasūtram.* The Asiatic Society, Kolkata, 2002 (Reprint)

Gopal, Ram.*India of Vedic Kalpasutras.* Delhi National Publishing House, 1959

Jolly, Julius. *The Institutes Of Vishnu.*The Clarendon Press, 1900

Kane, Pandurang Vaman.*History of Dharmaśāstra.* Oriental Research Institute,Poona, 1968

Olivelle, Patrick.*Dharmasūtras.* Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 2000

Swain, Brajakishore. *The Dharmaśāstra.* Akshaya Prakashan, Delhi, 2004

. . . . . .